

বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে

তন্ময় ভট্টাচার্য

कृषीम यस वित्यस्य २०२८ विकीस मूम मार्त २०२२ निवसिष खमनिति महस्रम जानुसारि २०२२ संबस समाने (२२०७७

বান িছি-র শক্ষ থেকে শুভ বন্দ্যোপাধ্যার কর্তৃক ৬০ এক বালীচরর ঘোন রোড কলকাতা ৭০০ ০৫০ থেকে ব্যক্তিত ও ইনিছান্টা ২৪৩/২বি, আচার বালা চন্দ্র মোড কলকাতা ৭০০০০৬ মেড কলকাতা ৭০০০০৬

000 1 1 1 008 E 1 1 2 2 0

१४ (काजा जाव्यक्के (काजा ए.स स्कारणाय या एम बेह्मकोजिक या कारा (काज) अभाग, (वयन एका करत तांचात (काजा अवर्षिक) प्रभारत एक मिरिका या (काज अवर्षकांक्ष यांत्रिक एस सेनपुरक वांग्रिने गुरुष्टी शहर कहा वार्षिकां



स्कानन अस् स्वाधिकामीत निविध प्रदार्थ व्यक्तिनि क्या वाटा वा, स्वाध्य प्राचि द्वाधिकानि क्या यात्व वा या त्याया वि संबक्षित्य वृत्तिकालाना क्या यात्वाय वि

वनचित्राह्य इतिहर्भाग महाति

हाराविक हिन्दि

তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০২৪ দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০২২ পরিবর্ধিত ধানসিড়ি সংস্করণ জানুয়ারি ২০২২ প্রথম প্রকাশ মে ২০১৬

গ্ৰন্থৰ লেখক প্রচ্ছ দ সেঁজুতি বন্দ্যোপাধ্যায় ना भा क न সমীরণ প্রকাশনের সঙ্গে যোগাযোগ +2406969686 dhansere2012@gmail.com ISBN: 978-93-91051-33-4

ধানসিড়ি-র পক্ষ থেকে শুভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড কলকাতা ৭০০ ০৫০ থেকে প্ৰকাশিত ও ইম্প্রিন্টা ২৪৩/২বি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত

দাম ৪০০ টাকা \$ 20

ধকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশরই কোনো রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিদিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যাত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙিঘত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

যারা ছেড়ে যেতে চায়, আজও...

স্থাতিই সংস্কৃতি । তাৰ আহি মাই প্ৰায় স্থান্ত সিংহ মাই । তাৰ ভটানা কৰি এই এই মাই সামাজ সামাজ এই কমাই মান সামাজ গোৱাবায়।

অন্তর্গ হাই হাই আরু মহামের সংগ্রাপ প্রতি পান্তে তার করা বিচিত্রসমূহ করার মাজা এবং অনিকাশে সেত্রই সন্তর্গতির ইতিমার কার্বিপ্রিক্ত স্থানিকার করিছে বাং । এই না ক্রেট সন্তর্গ ওকাত জনপ্রতির তারি বিজ্ঞা অন্তর্গতার প্রস্থানার করাতে করিয়ে আন্তর্গতার করাতে করিয়া আন্তর্গতার হিচাপেন। এই .

তকৰ লেখন, সাচনক লীনেন কৰাই আননিচ্ছের বেলঘারীয়াকে থেই সময়ের প্রতেগ জলিছে লাভনা খেলে যথাসাধা রগার চেটা করলেন। এয় আগে এই অফালর অভীত নিয়ে লিড় কিছু লোধালয়, দু-একটি ছেটো এইটো প্রবন্ধ চোধে পড়বেশ্ড জন্মার এই কাজটি প্রথম বেল্ডাটিয়া নিয়ে বিভাগে ।

भूते प्राप्तान्। पार्वानामाः विकास समापान्तं । विकास स

তেওঁতি তেওঁতি আৰু ক্ষিত্ৰ কিন্তু কৰিছে। তেওঁতি কৰিছে কিন্তু কৰিছে। তেওঁতি কৰিছে কিন্তু কৰিছে। তেওঁতি কৰিছে কিন

क्रकट्रसस् पहिलेकाल नोहरूली (बनावतिहास विदासक नाट्यामानां क्राविधा परियमन । टम

अंश्रासस संक्रमीतिः, नाविका-अरकृतिः, त्यामा, निकास व्यवनगरम्बः, नि

नसिवकर्यनाः बानहित्रः, विक्रियनम् क्रियं व्यामस्य नंतवकी नस्वकाहः । बरन एत

और शहरि एम् (बलविधारको नीवानक वानर वा, बारवान नमानानजान

विकासी एका कारकेश जानि जाकातार का गाउन जानारा करते हमरन जनर गाउरका

স্মৃতিই সংস্কৃতি। যার স্মৃতি নাই তার সংস্কৃতিও নাই। তন্ময় ভট্টাচার্যের এই গ্রন্থখানি পড়তে পড়তে এই কথাই মনে আসছিল বারবার।

জনপদ গড়ে ওঠে। আর সময়ের প্রলেপ পড়তে পড়তে তার রূপ বিচিত্রভাবে বদলে যায়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনপদটির ইতিহাস ক্রমবিস্মৃতিতে, ক্রমআবছায়ে তলিয়ে যায়। যদি না কেউ সময় থাকতে জনপদটির আদি কিংবা অতীতকে পুনরুদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন। এই উদ্ধারের ইতিহাস মানব সভ্যতারই এক অনিবার্য অধ্যায়।

তরুণ লেখক, গবেষক শ্রীমান তন্ময় আমাদিগের বেলঘরিয়াকে সেই সময়ের গ্রাসে তলিয়ে যাওয়া থেকে যথাসাধ্য রক্ষার চেষ্টা করলেন। এর আগে এই অঞ্চলের অতীত নিয়ে কিছু কিছু লেখাপত্র, দু-একটি ছোটো ছোটো প্রবন্ধ চোখে পড়লেও তন্ময়ের এই কাজটি প্রথম বেলঘরিয়া নিয়ে বিস্তারে গেল।

তা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর তো হবেই আমি এই অঞ্চলে আছি।জীবনের একটি বড়ো অধ্যায়ে যতীনদাস নগর ও তার আশপাশে কাটিয়ে আপাতত নোঙর ফেলেছিনীলগঞ্জ রোডে।ছোটোবেলা থেকেই এই অঞ্চল, এর মানুষজন, শিল্প-সংস্কৃতিতে আমার মন। একসময় বেলঘরিয়ার সাংস্কৃতিক রাজধানী যতীনদাস নগরের ইতিহাস-উপাদান সংগ্রহেও মন দিয়েছিলাম। শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসাদ রায়টোধুরী এ কাজে পাশে ছিলেন।কিন্তু আমার যা হয়, মাঝপথের অনেক আগেই কাজটা বন্ধ হয়ে যায়। এই বইটির পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে আমি তাই একটু বেশিই আলোড়িত। আমার আবাল্য জড়িয়ে থাকা জনপদের অতীত খুঁড়ে তুলে আনা মণিমাণিক্য, দ্যুতিময় পরাকথায় যে এত মায়া রহিয়া গিয়াছে, তন্ময়ের গবেষণা না জানালে এ জীবনে আমার আর হয়তো সম্যক জানা হয়ে উঠত না। তন্ময়ে আমার কৃতজ্ঞতা।

এই গবেষণা স্বাধীনতার কিছুটা আগে-পরে সীমাবদ্ধ। আমার আশা,

তশ্ময়ের স্বাধীনতা পরবর্তী বেলঘরিয়া নিয়েও গবেষণা চালিয়ে যাবেন। সে সময়ের রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলা, শিক্ষার অগ্রগমনের, পট পরিবর্তনের মানচিত্র, বিচিত্রবর্ণ উঠে আসবে পরবর্তী গবেষণায়। মনে হয়, এই গ্রন্থটি শুধু বেলঘরিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বাংলার সমাজবিজ্ঞান উৎসাহীদের কাছেও এটি আকরগ্রন্থের সম্ভ্রম আদায় করে নেবে এবং পাঠকের মনে বিভিন্ন বিস্ময় ও বিতর্ক উসকে দেবে। আসুন আমরা আপাতত ইতিহাসে প্রবেশ করি।

রাহুল পুরকায়স্থ

স্থাতিই সংস্কৃতি। যার স্থাতি নাই ভার সংস্কৃতিও নাই। ভন্মা ভার্মা তি বিষয়ে

১লা বৈশাখ ১৪২৩ চাচ চ্ট্রীক্ষাল দ্যার প্রাচক প্রতি ত্যতাণ ত্যতাণ নিাচ্ছেছ

प्राथम शिक्षण (समान प्राथम

দেনপাদ গড়ে ওঠে। আর সময়ের হালেপ পড়তে পারতে তার দাপ रिक्ति वाला वासा। धवर व्यक्तिस्था एका के करपारित है छिन्नाम ক্রনবিস্থাতিতে, ক্রমজাবছারে ডলিয়ে বায়। যদি না কেউ সমর থাকতে জনপদটির আদি কিংবা অতীতকে পুলরুদার করতে এগিয়ে আসেন। এই উদারের ইতিহান মান্ব সভাতারই এক অন্দিরার্থ অস্তা**র**।

তঙ্গ লেখক, গাৰেবক জীমান তগায় আমাদিগেল বেখাবলিয়াকে সেই त्रम्यात शास्त्र छनिएस स्थाना स्थान यथानाथा स्थानाथ हिना करायान। अन লাগে এই ধাধ্যনের অতীত লিয়ে কিন্তু পিছু চোপাপার, মু-একটি ছোটো জোটো शन्य कारत शहरनाए एचारास वर्षे कार्यार सम्बन्धा त्याचा विवास विचारन

ए। यात्र श्रीफाश्चित्र वहत्र एका व्यवह काचि अहे काव्य जाहि। कीवयनत पक्ति वटना वसाएस बहीनसम् नवस छ छात्र वाचनाटन क्रिएस कार्याक्र (नाइन त्यत्निक निवासक्ष द्वाराज। (खार्कारक्नी व्यत्कि वह जावान, अस मानुवान) লিত সংকৃতিতে আখাস যাস। একসময় কেলজিয়ার সাংসৃতিক মাজধানী गलीनकान नगरन इंडिसीन-स्थापिन महसारक यस मित्राविकाम । बरकार कानी अनाम नामर्क छुनी ज कार्ज नारन बिरन्त । किस बाजार वा सन, बाबनर वस जानक जाएगढ़ कान्या वस वरत यात । वह बहारित शास्त्रिति शहरण अंगर ज्यात्र रहे वक्के त्यान व कारमालेख । आंत्रास आंत्रिश बोल है कर होन व्यक्षीर गूँर छ छए। बाला जिल्लानीका, सुन्धिनम् असक्राम एवं यह बाहा बहिना निवारक, रूप्तास शहदवादा सा कामारस अ कीवरन प्राप्तात प्राप्त हिराहा त्रमान । विकार के मिला प्राप्ति का किया किया है।

ভর প্রক্রেজ্য সাধ্য ও ও ও আলেও লাগনিন নাম গ্রহণ কর্মকার্মনার দ্যালি মার্স স্কর্লির জ মতান্তি , লাগালান্ডস্কর নামু কৈফিয়ত : প্রথম সংস্করণ স্করণ স্কর্লির জনীনি নাম

স্থালাখান, জরির সামত, রিরা হালদার, হুনিতে বলেরাপাধ্যায়, জনন ছোখাল, লোনাথ

সর্গার, সিবেক ভট্টাচার্যা, স্বামীরণা, সুমান প্রাহাদের সাস, ভরসার যোগা প্রতিদান দিয়েছে

পুরুষার্ভারতা, পালাপা মুহপাপার্থারো, সারার উপো, আর্জন নিমায়ে, পীরেপিয়ু হল্প, দিপ্রেপু চত্রালগ্রি,

আলোচন মুয়াবালানায়ন, ইয়েনিক নিয়ে, আনন কুনান সভল। দিননতী বোল, সমিয়ের কুকু,

নিগদ চটোপাথ্যায়, স্মূলিন পোম, প্রগেনজিৎ দত্ত —বঁদের নিরুজার সাহচর্য ছড়িত্রে আছে

বছুরা ছিল আমার সবচেয়ে। বড়ো চালিকাশক্তি। নিশোগত অপ্রিক্ত দল্ল, সামুক্তন সাজ

অধিকাংশের মতে, বেলঘরিয়ার তেমন কোনো প্রাচীন ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা নিদর্শন নেই। তাদের যুক্তি তাঁদের কাছে। আমরা এই ২০১৫-তে ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে পেয়েছি খুঁটিনাটি এমন অনেক তথ্য, যা নিয়ে গর্ব করা সাজে। হাাঁ, এটা সত্যি যে, বেলঘরিয়ার মাটিতে কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু একটি জনপদের ক্রমবিবর্তন কীভাবে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলে, জেনেছি এই অনুসন্ধানে। দীর্ঘ ফিল্ডওয়ার্ক, প্রাচীন ব্যক্তিদের সংস্পর্শ, বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য নথি ও প্রবন্ধ এবং অদম্য উৎসাইই ছিল আমাদের পাথেয়। এর ওপর নির্ভর করেই খুঁজেছি এবং ঋদ্ধ হয়েছি।

ইতিপূর্বে বেলঘরিয়ার ইতিহাসের ওপর একাধিক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। সেগুলি খুব দীর্ঘ পরিসরের না-হলেও গুরুত্বপূর্ণ তো বর্টেই। লেখকদের মধ্যে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, আশিস কুমার রায়, ড. গোপাল মুখোপাধ্যায়, শুভঙ্কর গুহ প্রমুখ উল্লেখ্য। কিন্তু সমস্যা হল, ইতিহাসের আড়ালে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহটিকে তাঁরা হয় অস্বীকার করেছেন কিংবা গুরুত্ব দেননি। ফলে তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ হিসেবে সেগুলি লাইটহাউসের কাজ করলেও তার বেশি আশা করা অন্যায়। আমার মূল পাথেয় ছিল প্রবীণদের সঙ্গলাভ, যাঁরা ছোটো থেকে যে বেলঘরিয়াকে দেখেছেন কিংবা বড়োদের মুখ থেকে শুনেছেন, তাঁদের সেই স্মৃতিই এই বইয়ের অন্যতম ভিত্তি।

ইতিহাস সন্ধানের কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর অগ্রজদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুনীথ মিত্র ও বিশ্বরঞ্জন ঘোষালের কাছ থেকে। দিলীপকুমার রায়চৌধুরী, ড. গোপাল মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, সদানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গা চক্রবর্তী, অমিয়কুমার রায়চৌধুরী, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাল্পনী মুখোপাধ্যায়, স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ ঘোষাল, পদ্মব মুখোপাধ্যায়, সাম্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়, পৃথীজিৎ ঘোষ প্রমুখের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। এ ছাড়াও সিন্ধুবালা দেবী, বৈশাখী রায়চৌধুরী, অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলেখ্য ঘোষাল, বিনয় মিত্র, প্রভাস চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব শূর, শুভঙ্কর শুহ, কৌশিক মিত্র, সুবিমল বসাক, প্রবন্ধ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় ভট্টাচার্য, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহ্বল

পুরকায়স্থ, পলাশ মুখোপাংগ্রায়, সঞ্জয় ব্রহ্মা, অঞ্জন বিশ্বাস, শীর্যেন্দু দত্ত, দীপ্তেন্দু চক্রবর্তী. অশোক মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ মিত্র, অমল কুমার মণ্ডল, পিনাকী বোস, সমীরণ কুণ্ডু, মিলন চটোপাখ্যায়, জুবিন ঘোষ, প্রসেনজিৎ দত্ত—এঁদের নিরুচ্চার সাহচর্য ছড়িয়ে আছে বইটির পাতায় পাতায়।

বন্ধুরা ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো চালিকাশক্তি। বিশেষত অরিত্র দত্ত, সায়স্তন সাহা ও গৌরব দাস-পাশে না-থাকলে এবং সঙ্গ না-দিলে লেখার শুরু ও শেষ কোনোটাই হত না। বিভিন্ন সময় পেয়েছি দেবায়ন বোস, নির্বাণ বোস, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতম মুখোপাধ্যায়, অরিত্র সামস্ত, রিয়া হালদার, প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়ন ঘোষাল, সোমনাথ সর্দার, বিবেক ভট্টাচার্য, সমীরণ, সুমন সাহাদের সঙ্গ, ভরসার যোগ্য প্রতিদান দিয়েছে ভাষিকাশের মতে, বেলবরিয়ার তেমন ব্যোনো প্রটিন ঐতিহাসিক বা সাংগতির। বিহা

আর সেইসব অসংখ্য নাম-না-জানা মানুষ, যাঁরা নিজেদের কাজটুকু করে গিয়েছেন নীরবে, শ্রদ্ধা ছাড়া কী-ই বা দিতে পারি তাঁদের ! ক্রিট্রান্ট প্রত্যান আৰু ক্রিচ্ছ

সতি যে, বেলগরিয়ার মাটিতে কোনো প্রালেগিক প্রকুসামগ্রী আবিষ্ণত হানি। কিন্তু তন্ময় ভটাচার্য ক্রান্ত্রতা, ক্রান্ত্রতা হাক ক্রন্তে ক্রান্ত করার কেনার ক্রান্ত্রতা করাবিক করার ক্রান্ত্রতা করাবিক করার করার করাবিক করা শৰ্ষ ফিন্তজ্যাৰ্য, প্ৰাচীন ব্যক্তিদের সংস্কৃত, শিভিন্ন দুন্ত্ৰাণ্য নথি ও প্ৰেৎ০৮, লপ্তি

डेटगाइडे हिन जाशायत भारवात्र। यत्र छन्त्र निर्णत करत्रहे नेएलिक वात्र नात्र हालिहि। ইভিপূৰ্বে নেলঘরিয়ার ইতিস্তাহ্নের ওপর একাঞ্চিক প্রবন্ধা লেখা হয়েছে। সেহালি খুব भीर्च गतिमारम्भ गा-इत्मा छन्मधुगूर्ग एडा यएँडे । जायंकरम्ब अर्ध्य विभागांथ भूरमांभाषां भ আশিস কথার রাম, ড গোপালা মুখোপাখ্যাম, শুভদ্ধর ওহু প্রমুখ উল্লেখ্য। কিন্তু সমস্যা एन, हेन्द्रियामय जास्त्रातन शार्यस यठान्यूग्ठं संबाद्रितियः छोत्रा दस व्यविकास करत्राद्यम কিবা ওক্স দেননি। ফলে তথাসমূদ্ধ প্রবন্ধ হিসেবে সেওলি লাইটগুউসের কাজ করলেও सात त्रांच प्राचा कराव्याचात्र । प्यात्रात त्रूच शायात्र किन प्रदीगरमत्र मंग्रनास, राजा (बारहे) খেকে হে নেকৰানিয়াকে দেখেছেন কিবো ৰড়োদের মুখ খেকে শুনেছেন, জালের সৌহ শৃতিই এই বইনাম কন্যভন ভিতি।

शेरिकाम महाराजा कारण निरम्नाचित्र एत्यामा शत चत्रावामन मरम मरम मयरहरत रविन गांशीय (भागाहि विश्वनाय गूटवांभायात, जुनीय विता ७ विश्वतक्षान रंवाशायंत्रा काष् (भएक। শিলীপকুমার রামটোধুরী, ডে নোপালা মুখোপায়ায়, ভোলানাথ মুখোপাধায়, সমানস गरमानामात्र, मूर्गा ठकन्य हो, व्यक्तिसङ्गतं साम्राठी मूत्री, अनीहानांच दा महानामात्र, मामुनी मूं जानांगांस, क्यान वर्षानावस्ता, श्रकानं रचानां रचानां भूरवानांस्ता, नाक्तां बर्गानांचास, व्योवाम मूर्यानाथाम, नृवीकिर द्वार टाम्ट्यंत अपि कामान कृष्टक्टा जननित्रीय। अ हागान विकृताना (नहीं, ट्रेन्सांची बाहर्तियूकी, प्यक्षना यरम्मांनीयांस, प्यारमाचा (यावांच, - ६ कि वार अवस्था कर (केलिक वि.स. मुनियान कार्य

্রামান্ত লোক বাল জিল্প নির্দ্ধিত ক্রান্ত লোক ক্রিয়েত : পরিবর্ধিত ধানসিড়ি সংস্করণ ক্রিয়েত : ক্রিয়েত

अन्तर्भ इक माधाज, श्वान नियमिक हास वहींहे त्वासायह कापास, जाएन जन्निहि

ৰায়বার ভারাঞ্জে করছে পাতিকে।এ প্রগতার নতিকৈ পরণ হয় না কোনো।

কাছে আমায় কৃত্যকাথাৰ শেষ দেই। অনুজ সাহিত্যিক, দেশদলিয়াকী বাহিন্য অধিক্ষ

स्थाय विकिस अधारस निरुक्तार्यकार्य आसाया करतारास्य और नार्यासम्ब कारम । स्थान, जनका

পাঁচ বছর নিভাস্ত করা হয়র নয়। ২০১৫-১৬ সালো বগন মূল কাভাটি করেছিলাম,

অভিভাগে কম থাকালত উৎসাতে কম্ডি ছিল না। সেস্মতো বে-সলম্ভ অবীশদের

या बार्वाचात्र अध्याय खानीयात चिनित ।

প্রথম সংস্করণের পর, পাঁচ বছরের বেশি সময় কেটে গেল। এই পাঁচ বছরে অনেক উত্থানপতনের সাক্ষী রইল পৃথিবী। প্রাণান্তকর এক অতিমারি দীর্ঘ সময় ধরে স্তম্ভিত করে রাখল আমাদের। এসব পেরিয়েও যে-বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, তা এক বিস্ময় বটে।

গত পাঁচ বছরে 'বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে' বইটিকে কেন্দ্র করে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তি ঘটেছে। প্রকাশের বছর দেড়েকের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের সবক'টি বই-ই ফুরিয়েছিল।ফলে, দীর্ঘদিন ধরে খোঁজ করেও অনেক পাঠকই পাননি আর। তাঁদের সেই আপশোশের সঙ্গী আমিও। অবশেষে, নবকলেবরে এই যে প্রকাশ পেতে চলেছে, এর জন্য ধানসিড়ি-র কর্ণধার শুভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধন্যবাদ প্রাপ্য। ধন্যবাদ প্রথম সংস্করণের প্রকাশক প্রসেনজিৎ দত্ত-কেও। তিনি না-থাকলে হয়তো বইটি কখনোই আলোর মুখ দেখত না।

আগেরবারের থেকে কোথায় আলাদা এই বই ? না, মূল কাঠামো কিংবা সজ্জায় বিশেষ পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে সংযোজিত হয়েছে আরও তথ্য। সম্পূর্ণ নতুন একটি অধ্যায় ঠাঁই নিয়েছে এবারে। সংযোজিত হল দূর্লভ বেশকিছু চিঠি, ছবিও। এ ছাড়াও, 'বিবিধ' অংশে রইল বৈচিত্র্যের এক বিপুল সম্ভার, যা প্রথম সংস্করণে অধরা থেকে গিয়েছিল। প্রথম সংস্করণের বেশ কিছু তথ্যগত ভুলও শুধরে নেওয়া গেল এবারে। তারপরেও যে নির্ভূল হল, সেই দাবি করতে পারি না মোটেই। আসলে, আঞ্চলিক ইতিহাসের ধর্মই এই। যতই চেন্টা করা যাক না কেন, অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়। সে-ক্রটি মেনে নিয়েই, পরিবর্ধিত সংস্করণটি প্রকাশিত হতে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন, বরানগরের আইএসআই, আড়িয়াদহের দীনবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার—বিভিন্ন তথ্য, ছবি, চিঠি ও মানচিত্রের প্রয়োজনে একাধিকবার দ্বারস্থ হতে হয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলির। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও সানন্দে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদার্হ আরও অনেকেই।সুপ্রিয় মিত্র, ধ্রুবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়, গোপীদুলাল চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমীর মুখোপাধ্যায়, বাণীকুমার মুখোপাধ্যায়, সোহম দাস প্রমুখের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অনুজ সাহিত্যিক, বেলঘরিয়ারই বাসিন্দা অরিত্র সোম বিভিন্ন সময়ে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছেন এই পর্যায়ের কাজে। ফলে, সাফল্য বা ব্যর্থতার সমান ভাগীদার তিনিও।

পাঁচ বছর নিতান্ত কম সময় নয়। ২০১৫-১৬ সালে যখন মূল কাজটি করেছিলাম, অভিজ্ঞতা কম থাকলেও উৎসাহে কমতি ছিল না। সেসময়ে যে-সমস্ত প্রবীণদের অভিভাবক হিসেবে পাশে পেয়েছিলাম, তাঁদের বেশির ভাগই আজ প্রয়াত। বিশ্বরঞ্জন ঘোষাল, দিলীপকুমার রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সাহায্য ছাড়া কাজটি সম্পূর্ণ হত না।আজ, যখন পরিবর্ধিত হয়ে বইটি বেরোচ্ছে আবার, তাঁদের অনুপস্থিতি বারবার ভারাক্রান্ত করছে স্মৃতিকে। এ শূন্যতার সত্যিই পূরণ হয় না কোনো। আর বিশেষ কিছু বলার নেই।এবার বইয়ে প্রবেশ করা যাক।সকলে ভালো থাকবেন। under him ours and the star our feetings affally as to figure as several of

গত গাঁচ বছৰে 'বেলখনিয়ান ইতিহাস সন্ধানে' ৰইটিকে কেন্দ্ৰ কৰে নিচিত্ৰালয়ৰ অভিচাৰতা

थ आहिए वार्टिए । शंकारणंत्र व्यक्त स्माकृतकत्र यहक्ति शंक्य अरुवनार्थंत्र मानकृषि बहु-वे

সুনিয়েছিল। ফলে, দীৰ্ঘদিন ধরে খৌজ করেও জানেক পাঠকই পাননি আরে। তাঁদের সেই

লাপালোলের সদী আমিও। হারলেনের, নরকলেবারে এই যে প্রকাশ পোডে চলেছে, এর

वाना यानामिदिन स वर्गतास व्यक्त सरम्पता गांसारासस बन्धवाय शांभी। धनावास शांवार शांवार महक्ततरमा

विकास आसन्ति एक एक । व्यक्ति ना-भाकरण क्यारण नेति कथरनोई प्रारमांत्र सूच

जार नेप्रवाह सत्त हिल्ला जानामा वाहे वह १ मा, मूल स्वकारमा किल्ला भवताम

বিপোৰ পরিবর্তন আমেদি। বিবন্ধ ভেতরে -ভেতরে সংযোগিতে ছয়েয়েছ আয়াত তথা। সাম্পূর্ণ

सङ्ग अव्यक्ति व्यथास हैहि निरस्त कवारत । नरायांकिक द्या मूर्वाक रामांकिक विशेष विदेश ।

न स्पूराच, 'विभिव' कदरण अवैश देविद्यात तक विश्वा प्रश्वात, या द्यथाय महासार प्रथता

খোৰে গিয়েছিল। প্ৰথম ন্যুক্তমণ্টে কেন নিজু তথ্যসভ চূলত ভাগনে লেওয়া হোল এলারে !

जाउनसम्बद्धाः क्रिका रूप, त्येरे मानि करास्य नाति ना द्वाराष्ट्रि । व्यामान्त् मध्यविष्

देशियात्मत यहाँहै पहें। बाह्ये क्रीर नहीं चाना हम्म, जमानाता त्याति है। त्याति माना प्रमानी

ারটান্তর তার কলিয়ার টীন্তর সংক্রমীর প্রতি করিবলৈ প্রতিটানি করিবল

তিবায় ভট্টাচাৰ্য আৰু নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু প্ৰভাৱ কৰিছে চাৰ্চা চাৰ্চা চাৰ্চা চাৰ্চা চাৰ্চা অক্টোবর, ২০২১

। स्टाइ हाइ विकास

সৃ চি প ত্র

निन्धुरुशात मुद्दे नावितिक ५८३

া স্থার গোলাটালক ও লাক্সিক

अर्थ हाक्श्राक्ष ह भावतिकास १ म ह

ज्याकार कात्र : विकास प्रत्यांशायांच

इर्लानाय अक्टूबर धक्रि (बाटामहिक हिं।

व्याप्ताय, क्वांप्रणाम व 'शक्रांक्रिश'ड मिनवंगि

वारिष्ठाव : वर्रीय विज्ञ, निर्मेशक्यात अपारक्षेत्रती, विश्वासन रहाचान

क्रवीटाम चित्र, अधिकार प्रमित

PIL ME-HIRIDA

সীমানা ছাড়িয়ে ১৭

প্রাচীনকালের পাতা থেকে, চব্বিশ প্রগনার কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, প্রতিবেশীদের পরিচিতি

একটি জনপদের জন্ম ৩০

নামকরণের ইতিহাস, অস্তিত্বের সন্ধানে, সীমানা

প্রাচীন পরিবারগুলির সন্ধানে ৩৮ টি ক্রিটি চাল্টাট ৫৫বর চাল্টার টি টি টিচিট্টিটি

মুখোপাধ্যায় পরিবার, মিত্র পরিবার, রায়চৌধুরী পরিবার, দেওয়ান পরিবার,

গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার (১), বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার (২),

ঘোষাল পরিবার

ধর্মীয় পটভূমি ও বাতাবরণ ৬৯

বেলঘরে রামকৃষ্ণ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও কিছু কথা

জনপদ যা মনে রাখেনি ৮০

দেঁতে খাল, 'চালাও পানসি বেলঘরিয়া' : একটি প্রবাদ, প্রাচীন রাস্তাঘাট,

সোনাই নদী: একটি অনুমান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বেলঘরিয়া

ইতিহাসের অলিগলি বেয়ে ৯৪

শিক্ষার প্রসার, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সাহিত্যের বিকাশ, ক্রীড়াবিভাগে উত্তরণ,

রাজনীতির আঙিনায়, শিল্পস্থাপনের ইতিহাস, পৌরসভার শুরুর দিনগুলি

কলোনি গঠনের ইতিহাস ১২৪

দেশপ্রিয়নগর কলোনি, নন্দননগর কলোনি, যতীনদাসনগর কলোনি, প্রফুল্পনগর কলোনি

পথের কথা : বেলঘরিয়া ১৩৪

ফিডার রোডের দক্ষিণ দিকের রাস্তা, ফিডার রোডের উন্তর দিকের রাস্তা

বিস্মৃতপ্রায় দুই সাহিত্যিক ১৪২ চণ্ডীচরণ মিত্র, সুবিমল বসাক

গুপুনিবাস-প্রসঙ্গ ১৫৭ রবীন্দ্রনাথ, গুপ্তনিবাস ও 'ঘড়ঘড়িয়া'র দিনগুলি इं स्टाउ हिन सा। इससारा इस-माल 🎷 🐇 গুপ্তনিবাস ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্মৃতিচারণ ও সাক্ষাৎকার ১৮৪

স্মৃতিচারণ : সুনীথ মিত্র, দিলীপকুমার রায়চৌধুরী, বিশ্বরঞ্জন ঘোষাল

के । व कि विशेष मिनिति श्रीम होते में (बार

নৈতে খালা, 'চালাগু পানশি পেলখিবল': একটি রখাস, প্রতীন রাঞ্জেখাট,

শিক্ষার প্রফার, সাংস্কৃতিক পরিনেশ, স্মান্তিডোর বিকাশ, জীড়ানিজাগে উত্তরধা,

(मनाविष्टमभाई करणानि, नमननवा करणानि, चनीनमान्यवा करणानि, द्वसुवानवा करणानि

রাকনীউর জাভিনায়, শিল্পাণানের ইতিহাস, পৌরসভার ওকর মিনতালি

ट्यानोद्दे नगी : बन्नकि चनुवान, विकीत निवायक छ द्रावापतिया

সাক্ষাৎকার : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

নির্বাচিত কবিতা : চণ্ডীচরণ মিত্র 🖛 ক্রিটালে ক্রুলি আন্দর্ভানে লক্ষ্যের ক্রেটাল চন্ট্রাক্তনিত চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গান সিঁথির সিন্দুর—একটি উপন্যাস 'প্রাথমিক যুযুৎসু' ও 'গাইড টু রেফারিজ'—ক্রীড়াবিষয়ক দুটি বই বেলঘরিয়া হাই ইংলিশ স্কুলের ১৯৪৩ সালের বার্ষিক রিপোর্ট বিভৃতিভৃষণের কলমে বেলঘরিয়া মুখোলাগ্ৰায় পৰিবাৰ, মিত্ৰ পৰিবাৰ, বাষ্টেটি হি সেকালের পত্রপত্রিকা ও বইয়ে বেলঘরিয়ার উল্লেখ সুভাষচন্দ্র বসুর দুটি চিঠি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি 'অপ্রাসঙ্গিক' চিঠি

নির্ঘণ্ট ২৮৫

trestrone . HOS STORY

OC THE SETTINES STEE

ধ্যাত্র পটভূমি ও বাতাবরণ ৬৯

कानशास यो जात्म साधानी ५-०

इंडियाएमध्य चालिगांनि त्या ३ ४

৪৯৫ সক্ষতীর মন্তর্গাং নিল্ডিক

(संगवता क्रायकृष्ण, प्राची विकासनमा ७ किंदू कथा

'বাগান পুকুর বাবাঠাকুরের বর এই তিন নিয়ে বেলঘর' বেলঘরিয়াকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত এমন ছড়া। কিন্তু কোন ইতিহাস লুকিয়ে এর পিছনে ? সেই খোঁজ এবং আরও অজ্র খোঁজের সাক্ষী বইটি। ২০১৬ সালে প্রকাশিত এই বই-ই বেলঘরিয়ার ইতিহাস নিয়ে প্রথম কোনো বই। আকারে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে নবপর্যায়ে প্রকাশিত হল আবার। সংযোজিত হল অনেক নতুন তথ্য, ছবি ও নথি। বেলঘরিয়াকে জানা ও চেনার আকরগ্রন্থ হিসেবে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত এই বই।





